REG. NO. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গীপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা।

জঙ্গীপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

২৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৪ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৪৮ ইংরাজী 30th July 1941 | ১১শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও
নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও
শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

—আর্থিক পরিচয়—
(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	...	২ কোটি ১০ লক্ষের উপর
মোট চলতি বীমা	...	১৭ „ টাকার „
মোট সংস্থান	...	৩ „ ৫৬ লক্ষের „
বীমা তহবিল	...	৩ „ ১০ „ „
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)		১ „ ৯৭ „ „
প্রিমিয়াম আয়	...	প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
এজেন্সি :—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ
গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৷০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

মহা সমর! মহা সমর!!
এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং
হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা,
সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।
ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস,
গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।
আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।
দরের জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৪ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৪৮ সাল

হৈমন্তিক ধান

রাঢ় অঞ্চলে হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সকল স্থানেই সুবৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে।

ভাদুই ধান

এ বৎসর জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় সর্ব্বত্রই ভাদুই ধান ভাল জন্মিয়াছে। যদি বন্যায় কোন প্রকার ক্ষতি না হয় তবে গৃহস্থগণ ফসল ভাল ভাবেই পাইবার আশা করিতেছে।

রঘুনাথগঞ্জ দেশবন্ধু পাঠাগার

গত ৯ই শ্রাবণ শুক্রবার জঙ্গিপুর বারের উকিল শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে রঘুনাথগঞ্জ দেশবন্ধু পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া ১৩৪৮-৪৯ সালের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাশ—সভাপতি, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী—সহ-সভাপতি, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রভূষণ গুপ্ত—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস—সহ-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ সরকার—কোষাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর মণ্ডল—গ্রন্থাগারিক, শ্রীযুক্ত সত্যবান দাস—গ্রন্থাগার পরীক্ষক।

কলিকাতায় গুণ্ডার উপদ্রব

গত ২৪শে জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ১টার সময় প্রীতি ও দীপ্তি নামে দুইটি অল্পবয়স্কা বালিকা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ আর্য্য-কন্যা বিদ্যালয় হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় একটি গুণ্ডা তাহাদিগকে অনুসরণ করে। বড় মেয়েটির হাতে সোনার বালা ছিল। বিবেকানন্দ রোড ও রামতনু বসু লেনের মোড়ে বালিকা দুইটি যখন সিঁড়ি দিয়া নিজেদের বাড়ীতে উঠিতেছিল, তখন গুণ্ডা বালিকা দুইটির সঙ্গে বাড়ীর দ্বিতল পর্য্যন্ত উঠে ও বড় বালিকাটির হাতের সোনার বালা ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করে। বালিকা দুইটির চীৎকারে বাড়ীর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের লোক আসিবার পূর্ব্বেই গুণ্ডা পলাইয়া যায়।

বৃদ্ধের বিবাহে বাধা

জামদহ গ্রামের ৫৬ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নিজ জামাতা, গুরুদেব ও কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমান সহরস্থ কাঞ্চননগর নিবাসী শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী নামে এক ষোড়শ বর্ষীয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিতে আসিয়া গত ২০শে জুলাই সন্ধ্যার সময় রাণীগঞ্জ বাজারে এক রেষ্টুরেণ্টে আহারাদি করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় কতকগুলি যুবক তাঁহার হাতে সুতা ও দূর্ব্বা বাঁধা দেখিয়া সন্দেহ করে ও পরে সকল রহস্য জ্ঞাত হইয়া তাঁহার অভিপ্রেত শুভ কার্য্যে বাদ সাধিয়া তাঁহাকে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করে। এদিকে গাত্রহরিদ্রার পর পাত্রীর বিবাহ না হইলে অমঙ্গল হইবে বলায় ঐ যুবকগণ তৎক্ষণাৎ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক তাঁহাদের এক ত্রিশ বৎসর বয়সের বন্ধুকে এই পাত্রীকে বিবাহ করিতে রাজী করান। উক্ত যুবকের সহিত ঐ রাত্রিতেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

পরলোকে দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়

গত ২৫শে জুলাই শুক্রবার রাত্রিতে বারাণসীধামে কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার মালিয়াড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাঁকুড়া জেলা স্কুল হইতে তিনি এনট্রান্স পাস করিয়া বিভাগীয় বৃত্তিলাভ করেন। তিনি পাটনা কলেজ হইতে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন; প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা দেন এবং ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও ঈশান বৃত্তিলাভ করেন। তিনি আইন পরীক্ষায় এবং এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বারাণসীতে গমন করেন। তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী এবং তিন পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

পোষ্ট মাষ্টারের অব্যাহতি

গত ২৩শে জুলাই মুর্শিদাবাদের দায়রা জজ শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস'এর এজলাসে পোষ্টাফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপের মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে। পাঁচজন জুরীর মধ্যে চারিজন আসামী সৈয়দ গোলাম জিলানীকে নির্দ্দোষ ও একজন দোষী সাব্যস্ত করায় অধিকাংশ জুরীর মত গ্রহণ করিয়া দায়রা জজ আসামীকে অব্যাহতি দিয়াছেন। আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর সাব-পোষ্ট-অফিসের পোষ্টমাষ্টার সৈয়দ গোলাম জিলানী গত ১৯৪০ সালের ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত উক্ত পোষ্টাফিসে কার্য্য করেন। শক্তিপুরের নিকটবর্ত্তী রামপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত গোপীতোষ মুখোপাধ্যায় নামক এক ভদ্রলোকের একটি সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব উক্ত আফিসে ছিল। আসামী বিভিন্ন তারিখে উক্ত হিসাব হইতে যথাক্রমে ১২০০৲, ৫০০৲ ও ১০০৲ টাকা উঠাইয়া লন। অথচ শ্রীযুক্ত গোপীতোষ বাবু তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না ও পাশ বহিতেও উক্ত তিন তারিখে টাকা উঠাইয়া লওয়ার কোন নিদর্শন ছিল না। আসামী সৈয়দ গোলাম জিলানী গোপীতোষ বাবুর স্বাক্ষর জাল করিয়া উক্তরূপে টাকা উঠাইয়া লন বলিয়া প্রকাশ। সরকারী কাগজপত্রে আসামী টাকা উঠাইয়া লওয়ার হিসাবাদি লিখিয়াছেন এবং বহরমপুর হেড পোষ্ট-আফিসেও উহা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত তহবিল তছরূপের বিষয় তৎকালীন পোষ্টাল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় তদন্ত করিবার সময় জ্ঞাত হইয়া পুলীশে সংবাদ দেন। পুলীশ তদন্ত করিয়া আসামী সৈয়দ গোলাম জিলানীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ সিট দাখিল করে। বহরমপুরের জনৈক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাথমিক তদন্ত করিয়া আসামীকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন।

সরকারী সাহায্য

বাঙলা সরকার সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিম্নলিখিতরূপ অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন :—

কীর্ত্তিপুর হাই স্কুলের খেলার মাঠ তৈয়ারী জন্য	৫০০৲
লালবাগ মহকুমার মেতরোদীঘি প্রাইমারী স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য	১৫০৲
ঐ মহকুমার হিসাদবাগের পল্লী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে প্রস্তুত একটি রাস্তার পাকা কালভার্ট প্রস্তুত জন্য	২০০৲
কান্দি মহকুমার কান্দি-মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ নির্ম্মাণ জন্য	১০০৲
সালার স্কুলের নূতন খেলার মাঠ সমতল করণ জন্য	১০০৲
সদর মহকুমার আমতলার পল্লী সংগঠন সমিতির একখানি গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ...	১০০৲
ঐ মহকুমার গঙ্গাপুরের হিতসাধিনী ও এণ্টি-ম্যালেরিয়াল সোসাইটি সংলগ্ন বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের পুনর্নির্ম্মাণ জন্য ...	১০০৲
ঐ মহকুমার মাটিপাড়া থানার বলিহার গ্রামে একটি টিউবওয়েল নির্ম্মাণ জন্য ...	২৫০৲
	১৫০০৲

কৃষি ও গোজাতির উন্নতিকল্পে সরকারের দান

গত বৎসর (১৯৪০-৪১ সাল) বাঙ্গালার নানা জেলায় যে সকল কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাদের উৎসাহ দানের জন্য বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ ঐ সকল প্রদর্শনীর তহবিলে মোট ২,২৫০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদির শ্রেষ্ঠ প্রদর্শকদের প্রায় ৪,৭০০৲ টাকা মূল্যের প্রয়োজনীয় কৃষি-যন্ত্রাদি পুরস্কার দিয়াছিলেন।

সরকার বাহাদুরের বিতরিত উন্নত-জাতীয় ষাঁড়দের সযত্নে পালন করিয়া বাঙ্গলা দেশে গো জাতির উন্নতি প্রচেষ্টায় যাঁহারা সহযোগিতা করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ হইতে গত বৎসর (১৯৪০-৪১) এই সকল যত্নবান পালকদের মোট ৭,২০০৲ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

হিটলার দুনিয়ার শত্রু

—০—

"সমস্ত পৃথিবী গোলামের জাতিতে পরিণত হোক, আর জার্মান প্রভু-জাতি সেই গোলাম-পৃথিবীকে শাসন করুক—এইটেই হচ্ছে নাৎসি-জার্মানির উদ্দেশ্য; আর আমরা সেই পৃথিবীর একটা অংশ ব'লে আমাদেরও তারা গোলাম বানাতে চায়।"—ফরাসীদেশের ভূতপূর্ব মার্কিন দূত অল্পদিন হ'ল এই কথাগুলো বলেছেন।

নাৎসি-জার্মানি যদি যুদ্ধে জিতে যায় তা হ'লে দূরে থেকেও আমেরিকার মতো শক্তিশালী স্বাধীন দেশ কি রকম বিপদে পড়তে পারে সেইটে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি একটি কথাও বাড়িয়ে বলেননি। সত্য কথা বলতে কি, জার্মানির মতো নিষ্ঠুর শক্তি সকল দেশের পক্ষেই ভয়ের কারণ হ'য়ে উঠেছে। নাৎসি-শক্তি জেগে ওঠায় কেউ নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারছে না। আমেরিকার মতো শক্তিশালী জাতিও না। কাজেই উক্ত আমেরিকাবাসী যেসব কথা বলেছেন তা প্রত্যেকেরই শোনা উচিত। যে কথাগুলো তিনি বলেছেন তারই কিছু কিছু এইখানে বলা হচ্ছে :—

"মারকাস্ অরেলিয়াস্ নামক একজন প্রাচীন রোমক সম্রাট চেয়েছিলেন শান্তি—কিন্তু সারাজীবন ধ'রে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছিল। পৃথিবীর শান্তি নষ্ট হ'লে একটা লোকের নিজস্ব জীবনের অবস্থা কি হয়, সে সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে চিন্তা ক'রে লিখেছিলেন, দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে যে লোকটা কিছুই জানে না, সে নিজে কি অবস্থায় আছে তাই বা কি ক'রে জানবে?"

"এই রোমক সম্রাটের মতো আমেরিকাকেও জানতে হবে পৃথিবীর অবস্থা কি। তা হ'লেই সে নিজের অবস্থা কি তা জানতে পারবে।..."

"ইউরোপে এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে আমাদের প্রত্যেকের জীবন যাচ্ছে বদলে। বদলে যাবেই—এ কেউ ঠেকাতে পারে না।...আমাদের সবাইকে জানতে হবে পৃথিবীর অবস্থা কি, তাতে আমরা জাতি-হিসেবে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি তা জানতে পারব। আর তা হ'লে আমাদের গভর্ণমেণ্টও আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা ঠিক সময়ে করতে পারবে।..."

"আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করবই, যদি সম্ভব হয় যুদ্ধ না ক'রে ক'রব—আর যদি দরকার হয় তা হ'লে যুদ্ধ ক'রে করব।"

..."আমাদের স্বাধীনতা কে কেড়ে নিতে চায়?"

চায় জার্মানি। নাৎসি-জার্মানি চায় সমস্ত পৃথিবীর লোক গোলামের জাতিতে পরিণত হোক। আর জার্মান প্রভু-জাতি সেই গোলাম-পৃথিবীকে শাসন করুক।

"ইটালি এখন জার্মানির অধীন। মুসোলীনি যুদ্ধে নেমেছিলেন হিটলারের দুষ্কার্যের দোসর হ'য়ে—কিন্তু এখন সে হিটলারের গোলাম। হিটলার ইটালির উপর জার্মান সৈন্য আর গুপ্ত পুলিসের জাল বিছিয়ে দিয়েছে। প্রাচীনকালের দেশনেতা মাৎসীনি, গারিবল্ডি আর কাভুরের কৃপায় ইটালি যে স্বাধীনতা পেয়েছিল, হিটলারের পায়ে মুসোলীনি তা বিকিয়ে দিয়েছে। ইটালি এখন রুম্যানিয়ারই একটা বড় সংস্করণ। তার মানে, এখন ছোট দেশ রুম্যানিয়ার অবস্থাও যা, বড় দেশ ইটালির অবস্থাও তাই। হিটলার যা বলবে ইটালিকে এখন তাই শুনতে হবে।..."

"...কথায় কাজে দুদিক দিয়েই হিটলার আমাদের পক্ষে হয়ে উঠেছে অতি ভয়ঙ্কর। পৃথিবীতে যে সব অত্যাচারী জাতি আছে তার মধ্যে নাৎসিরাই হচ্ছে সব চেয়ে সেরা, কেন না তারা সমস্ত পৃথিবীকেই পায়ের নীচে আনতে চায়। আর এই ইচ্ছা কাজে পরিণত করার ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই আছে।"

"হিটলার ভণ্ডদের রাজা। পশুবল প্রয়োগে সে বড় ওস্তাদ। দুষ্কার্য করার বুদ্ধি এবং ক্ষমতা তার ভয়ানক। তার সম্মান বোধ নেই, ভদ্রতা নেই, দয়ামায়া নেই। সে যা প্রচার করে তা সবই মিথ্যা। সে যা কথা দেয় তার একটাও রাখে না। এইভাবে ছলে বলে কৌশলে সে একের পর এক অনেকগুলো দেশের সর্বনাশ করেছে। যতদিন হিটলারের জোর থাকবে সবার চেয়ে বেশি, ততদিন দুনিয়াকে সে গায়ের জোরে শায়েস্তা ক'রে রাখবে। ততদিন পৃথিবীতে চলবে শুধু গায়ের জোরের রাজত্ব। হিটলার নিজে কখনও থামবে না—সবাই মিলে তাকে থামাতে হবে। তাকে না থামাতে পারলে প্রত্যেক আমেরিকাবাসীর নিজের জীবন, পরিবার-জীবন আর স্বাধীনতা তার ভয়ে কাঁপতে থাকবে। আর শুধু আমেরিকার লোকের নয়—প্রত্যেক দেশের লোকের এই অবস্থা হবে।"

"...এই যুদ্ধে আমরা যে ব্রিটেনকে সাহায্য করছি তা শুধু বীর ব্রিটেনের প্রতি দরদ দেখিয়েই করছি না, করছি আমাদের নিজেদের গরজেই। সাহায্য করছি—যা আমাদের প্রিয় জিনিস, প্রাণের জিনিস—নিজের দেশের যা কিছু আমরা ভালবাসি—সেই সব রক্ষা করার জন্যে। আমাদের নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যেই হিটলারের হাত থেকে ব্রিটেনকে রক্ষা করতে হবে। এর জন্যে যা দরকার তাই আমরা করব।..."

"ব্রিটেনকে রক্ষা করার জন্যে আমরা কি কি করতে পারি?"

"সবাই বলছেন চালানি জাহাজগুলো আমাদেরই যুদ্ধজাহাজের পাহারায় ব্রিটেনে পৌঁছে দাও। গত মহাযুদ্ধে আমরা এই রকমই করেছিলাম, আর তাতে আমরা সফলও হয়েছিলাম আশ্চর্য রকম। অবশ্য আজও আমাদের যুদ্ধজাহাজগুলো সেই রকম করতে পারে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে কতকগুলো চালানি জাহাজের সঙ্গে কতকগুলো যুদ্ধজাহাজ থাকলেই যথেষ্ট হবে। যেন যুদ্ধ-জাহাজ দেখলে শত্রুপক্ষের বিমান কিংবা ডুবোজাহাজ ভয় পাবে। মোটেই তা নয়। পাহারা দিয়ে চালানি জাহাজ পাঠানোর মানে হচ্ছে চালানি-জাহাজদলের সঙ্গে সব রকম যুদ্ধজাহাজ বিমানবাহী জাহাজ আর বিমান পাঠানো, এবং দরকার হ'লে সেগুলো ব্যবহার করা। তার মানে জার্মানির ডুবোজাহাজ আর বিমান আমাদের আক্রমণ করবে এবং আমাদের যুদ্ধজাহাজ আর বিমান তাদের পাল্টা আক্রমণ করবে।"

"তারও মানে হচ্ছে আমরা আত্মরক্ষার জন্যে লড়তে থাকব। কিন্তু হিটলার যুদ্ধঘোষণা না করা পর্যন্ত আমরা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব না। জার্মান আর ইটালিয়ান সৈন্যরা স্পেনে এবং ভূমধ্যসাগরে স্পেনের গভর্ণমেণ্ট বাহিনীর সঙ্গে লড়েছিল, কিন্তু জার্মানি বা ইটালি স্পেনের বিরুদ্ধে যাকে যুদ্ধ করা বলে তা করেনি। মঙ্গোলিয়াতে সোভিয়েট আর জাপানি বাহিনীর মধ্যে ঠোকাঠুকি হ'য়ে হাজার হাজার লোক হতাহত হয়েছিল, কিন্তু কোনো পক্ষই এই লড়াইকে "যুদ্ধ" বলেনি। কাজেই এদেরই নজির অনুসারে যুদ্ধজাহাজের পাহারায় চালানি জাহাজ পাঠানোর সময় আমাদেরও লড়াই করা দরকার হ'তে পারে কিন্তু তাই ব'লে সেটাকে "যুদ্ধ" বলা চলবে না।"

"কিন্তু এটা আমাদের মানা উচিত যে স্থান বিশেষে লড়াই করা আর যুদ্ধ করার মধ্যে ব্যবধান বড় বেশি নয়। আর যে মুহূর্ত্ত থেকে যুদ্ধ সুরু হবে—সেই মুহূর্ত্ত থেকে যুদ্ধের সব রকম দাবী আমাদের মেটাতে হবে, কোথায়ও তার কোনো সীমা থাকবে না। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যত রকম আছে—সৈন্যবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী সব ব্যবহার করতে হবে ..."

"হিটলার ব্রিটেন দখল করলে আমাদের কি দশা হবে তা আমরা জানি। কাজেই আমরা যদি 'ইজারা ও ঋণ' আইন অনুসারে যুদ্ধসামগ্রী ইত্যাদি পাঠিয়ে ব্রিটেনের পরাজয় ঠেকিয়ে দিতে পারি, আর সেজন্যে যদি যুদ্ধ বেধে ওঠে, তা হ'লে তারই ভয়ে কি আমরা ব্রিটেনে চালান পাঠাব না? নিশ্চয় আমাদের পাঠানো উচিত। আমাদের আত্মরক্ষার জন্যেই পাঠানো উচিত—যুদ্ধের ভয় না ক'রে।"

এই কথাগুলো প'ড়ে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় এই আমেরিকাবাসী যে কথাগুলো বলেছেন তা জ্ঞানী, অভিজ্ঞ এবং দূরদর্শী লোকের কথা। ব্রিটেনের জয়ে আমেরিকা বাঁচবে আর হিটলারের পরাজয়ে পৃথিবী বাঁচবে। পৃথিবীর গণতন্ত্রবাদী দেশমাত্রেরই এই কথা। যারা এখনও হিটলারকে পরাজিত করতে পারে—তাদের মনে প্রেরণা জাগানোর জন্যেই ইনি এই কথাগুলো এমন স্পষ্টভাবে বলেছেন। এই কথাগুলো যারা যুদ্ধের বাইরে আছে বা যারা হিটলারের ধ্বংসের জন্যে যুদ্ধ করছে তাদেরই মনের কথা নয়—হিটলার যে সব দেশ ও জাতিকে পায়ের তলায় পিষে মারবার চেষ্টা করেছে আর যারা ইতিমধ্যেই হিটলারের নিষ্ঠুর অত্যাচারে আধমরা হয়ে পড়েছে তাদেরও মনের কথা।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফী আদালত।

নীলামের দিন ১২ই আগষ্ট ১৯৪১

২৫ রেহাণ ডিঃ হরিহর ঘোষাল দেং যোগীন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুলড়ি ২/০ বিঘা নিষ্কর আঃ ৬০৲ খং ৩২৯

ব্যানার্জ্জি হোমিও হল

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের সম্মুখে।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বিনামূল্যে হাঁপানীর ঔষধ

নিম্ন ঠিকানায় ৺মনোহর দাস বাবাজী সাধু প্রদত্ত হাঁপানীর ঔষধ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই ঔষধ মাত্র একবার সেবন করিতে হয়। ঠিকানা ও পাঁচ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইলে মফঃস্বলে ডাকযোগে ঔষধ প্রেরিত হয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাস
শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রনাথ দাস বাহাদুরের বাড়ী
জগতাই, পোঃ নিমতিতা, (মুর্শিদাবাদ

নূতন ঠিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক
পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ব্লাডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার চিকিৎসায় পারদর্শী

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,
এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
মনিগ্রাম বাসন্তীতলা
পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	।৵০
" ৪০ "	॥০
ভর্ত্তি বহি	।৶০
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	।/০
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	।১০

For M. E. & H. E. SCHOOLS.

Students' Attendance Register with Fee realisation (25 pages)	-/11/-
Teachers' Attedance (25 pages)	-/11/-
First Admission Form (100 sheets)	1/4/-
Transfer Certificate (100 sheets) (Triplicate.)	2/12/-
Receipt Book (for fee collection) (100 pages in each Book)	-/4/-
Letter Heading ½ Foolscap size 100	-/12/-
Do. ¼ Foolscap 100	-/9/-

ফরম সাপ্লাই এজেন্সী
পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

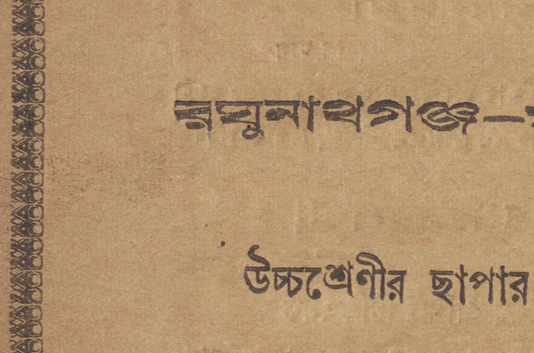

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া আনুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়

মূল্য বড় শিশি ১৲ মাশুল সমেত ১৷৶০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন :— **ভাইট্যালী** — { বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১৷৶০

প্রাপ্তিস্থান ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী
এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্ন-দোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত